পাখির রাজা ফিঙে

দেওয়ান আবদুল বাসেত

উৎসর্গ

বৃষ্টি নদী বৈশাখী র মতো
বাংলাদেশের সকল সবুজ সবুজ
অবুঝ সোনামনিদের হাতে
– ছড়াকার

পাখির রাজা ফিঙে

দেওয়ান আবদুল বাসেত

(শিশুতোষ ছড়াগ্রন্থ)

প্রথম প্রকাশ
১৯৯৭ইং
ঢাকা, বাংলাদেশ
মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স

ইন্টারনেট সংস্করণ
জুলাই ২০০৬ইং
আষাঢ় ১৪১৩বাঙলা।

গ্রন্থ স্বত্ত্ব
মীরা, বৃষ্টি, নদী, বৈশাখী

কম্পিউটারে বাংলা কম্পোজ
বৃষ্টি এবং নদী

সকল যোগাযোগঃ
Email: marupalash@gmail.com
rupashee.chandpur@gmail.com
mohona.mohona@gmail.com

প্রকাশনার ২০ বছর

ISBN 984-8211-12-8
www.marupalash.com

পাখির রাজা ফিঙে

শিশুতোষ এই ছড়াগ্রন্থে যে ছড়াগুলো সংকলিত হয়েছে...

এক যে ছিলো রাজা / তোর পরিচয় কি / পাখির রাজা ফিঙে / লক্ষ পাখির কিচিরমিচির / রাজার হলো সাজা / নতুন ভোরের গান / মায়ের চোখে জল / ইস্‌কুলের প্রথম দিন / নেকড়ে নেতার খেয়াল / গাধার শিং / গ্রামে সে নামে সেরা / মায়ের উপদেশ / ঝগড়াঝাটি / আয়রে তোরা / প্রিন্সেস্ মুনিরা / নামতার ছড়া / ছোট্ট পাখি / খোকার ছড়া / বকুল হয়ে ঝরে / প্রশ্ন / মায়ের ভাষা / ভালো লাগে / খরা'৮৯ / বর্ষা

এক যে ছিলো রাজা

(জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি)

খুব কী বেশী পুরাণ কথা
বলবে কী তা কল্প?
প্রেম দিয়ে যে শ্রেষ্ঠ মানব
নয়তো ইহা গল্প।

এক যে ছিলো রাজা
প্রজাপতি মনটি তাঁহার
জুঁই-চামেলী, পাতা বাহার
হৃদয় তাঁহার বর্ষাভেজা
কলমী কদম তাজা
এক যে ছিলো রাজা।

রাজার সকল ভালোবাসা
মনের দুয়ার খুলে,
প্রজার তরে দেয় বিলিয়ে
শাপলা ফুলে ফুলে।

ভালোবাসা বিলিয়ে রাজা
শূণ্য হলো যেই-
বিঁধলো গুলী বুকে তাঁহার
নিজের অজান্তেই!

রাজার শিশু খেলো গুলী
উড়লো রানীর মাথার খুলি
হায়রে! ডাকাত মারলো ঘরের
ছোট্ট বড়ো সব,
দিকে দিকে শুনতে থাকি
কান্না ভেজা রব!

প্রশ্ন জাগে উজির-নাজির
থাকতো যারা সামনে হাজির
হঠাৎ করে গায়েব কেন?
কই গেলো সব তারা?
তবে কী সব মোহাম্মদী বেগ
খুন করেছে যারা!

বুড়িগঙ্গার জল
রাজার খুনের পায়না বিচার
চোখ করে ছল ছল!

এবং আজও ডাকাতগুলো
বলছে নাতো স্যরি!
তাইতো ওদের আমি কেবল
ঘৃণা করি
ঘৃণা করি
ঘৃণা করি!!!

হায়!
ভালোবাসার রাজা
ভালোবাসার মূল্য কী এই
জীবন দিয়ে সাজা!?

তোর পরিচয় কি?

আমার দাদা বীর-ডুবুরী
বাবায় বাঘের টাগ!
দাদার দাদায় বন্ধু বানায়
বাঘের সঙ্গে ছাগ্!

খালু ফুফা 'কীট্স ও শেলী'
খালায় নভোচারী,
ইচ্ছে হলেই দিতে পারি
সপ্ত আকাশ পাড়ি!

হাসলি কেন? ফাজিল তোরা
বোকা ব্যাঙের ছানা,
আমার দাদার চাকর ছিলো
তোদের বাবার নানা!

বৃদ্ধ কোলা বললো রেগে..
ওগো বীরের ঝি,
সব পরিচয় পেলাম তবে
তোর পরিচয় কি?

পাখির রাজা ফিঙে

দুই পড়শি শ্যামা দোয়েল
দুয়ে দুয়ে চারটি ছানা,
কেউবা হাসে, কেউবা কাঁদে
কেউ মেলে তার কচি ডানা।

টুনটুটি আর মৌটুসিরা
দেখতে এলো মিষ্টি ছানা
কমলাবউ নাচতে এলো
লালমুনিয়া গাইছে গানা।

এমনি মজার জল্‌সা ঘরে
হঠাৎ করেই চিলের থাবা,
ফিঙে রাজা আসলো তেড়ে
বলছে চিলে..ভাগ্‌রে বাবা!

ফিঙে রাজার রঙটি কালো
চোখ দু'টিতে দীপ্ত আলো।
পুচ্ছ তাহার লম্বা অতি
সাহস চলা ক্ষিপ্র গতি।
তাইতো পরের বিপদ দেখে
ঝাপ্‌ দিবে জান্‌ বাজী রেখে
সকল বাঁধা ডিঙে..
পাখির রাজা ফিঙে।

লক্ষ পাখির কিচিরমিচির

লক্ষ পাখির কিচিরমিচির
বলছে আমায় ডেকে,
‘ছন্দ গানে দেশটা ভরা
লিখবে একে একে’।

বলছে, শালিক টিয়ে ঘুঘু
বলছে, বিড়াল পুষি,
ছন্দ ছড়া লিখবে খোকা
যত্তো তোমার খুশি।

ব্যাঙ এসে কয়, ঘ্যাঙর ঘ্যাং
লিখবে ছড়া আমায় নিয়ে
নইলে তোমার ভাঙবো ঠ্যাং!

ফুল পরীদের রাজা
লিখতে হবে তাকে নিয়েও
নইলে ভাঙবে মাঝা!

বৃষ্টি নদী বলে..
‘মোদের নামে বল্‌লে কটু
মারবো তোমায় জলে’!

আমি কেবল ডরি,
তাদের মনে করি।
তাইতো লিখি ছড়া
মিষ্টি ঝাল ও কড়া
বৃষ্টি এবং নদীর জলে
ভিজাই মনের খরা।

রাজার হলো সাজা

আদ্যিকালের গল্প শোনো
এক যে ছিলো রাজা,
খেতো তিলের খাজা,
ছোট্ট খোকা খুকু খেলে
মিলতো তাদের সাজা!

রাগ্‌লো শিশু যারা
শহর নগর পাড়া
জাগলো সবে তারা।

সবাই মিলে ধরবে রাজায়
যেই করেছে পণ,
তাইনা দেখে কাঁপলো রাজা
কাঁপলো সিংহাসন!

করবে এখন কী যে,
ভাবছে রাজা নিজে
ঠিক করেছে যেই
দৌঁড়ে পালাবেই..
উল্টে গেলো গর্তে পড়ে
নিজের অজান্তেই।

ভাঙলো রাজার মাঝা
নিজেই পেলো সাজা
রাজা এখন মনে দুখে
খায় না তিলের খাজা।

নতুন ভোরের গান

নতুন দিনে শুনবো সবাই
নতুন ভোরের গান,
ফুল পাখিদের থাকবে কথা
মায়ের সুরে টান।

যেম্‌নি ভোরে পাখির গানে
জুড়ায় সবার প্রাণ,
তেম্‌নি জাগে নদীর বুকে
ঢেউয়ের কলতান।

মায়ের চোখে জল

সেদিন কী কেউ জানতো?
দুরন্ত ওই কিশোর যারা
মায়ের আঁচল টানতো...
সেই ছেলেরা বদ্‌লে যাবে
করবে কঠিন পণ
লড়বে ভীষণ রণ!

জানতো না তো কেউ
মায়ের দোয়া ভালোবাসায়
জাগলো মনে ঢেউ।

দস্যু নিধন শেষে
বাংলা মায়ের বিজয় নিয়ে
ফিরবে বীরের বেশে।

কিন্তু গেলো জান্
মনটি মায়ের কাচের মতো
ভাঙলো যে খান্ খান্!

মায়ের চোখে জল
সেই জলেতে শাপলা ফোটে
গাইছে দোয়েল দল।

ইস্‌কুলের প্রথম দিন

সেই কবে আনু বোন
হাতে ধরে নিয়ে,
লিখে নাম দু'আনায়
শ্রেণীঘরে দিয়ে
চলে যায়। মন বলে,
দেবো নাকি ফাঁকি?
আজো সেই দিনটিকে
মনে ধরে রাখি।

মৌলভী মিঠে স্যার
গাজী কড়া গুরু,
মোটা বেত দেখে মন
কাঁপে দুরু দুরু!
রেলগাড়ি ফুত্‌ করে
শোনে মন যুত্‌ করে।

আমতলা পড়েছি
হেলেদুলে নামতা
পকেটেতে চনাবুট
আরো ছিলো আমতা।

সাথীদের নিয়ে খাই
সাথে কত গান গাই
সেই দিন থেকে শিখি
মোরা সবে ভাই ভাই।

সাথী আরো কতো
বর্ণমালা যতো
জীবনের উষা সেই
স্মৃতি শত শত।

নেকড়ে নেতার খেয়াল

চাপলো মাথায় খেয়াল
নেকড়ে নাকি নেতা হবে
ভাঙবে সকল দেয়াল !?

ডাকবে বড়ো 'মিটিং'
নির্বাচনে নিজকে এবার
করতে হবেই 'ফিটিং'!!

হুক্কা হুয়া শোনে-
কেউবা এলো, বাকী যারা
ডাকলো তাদের ফোনে।
বলছে সবে -কী ভাতিজা
ওঠলে কেন ক্ষেপে?
ধরছে কী কেউ চেপে??

-না । না। আমার অন্যকথা
বলতে সবায় চাই,
আমরা সবে সুখে-দুখে
পরস্পরের ভাই।

অনেক ভেবে করছি ঠিক,
পাইছি খুঁজে নতুন দিক।

অত্যাচারী সিংহটাকে
মানবো না আর রাজা!
ঐক্যজোটে আমরা সবে
ভাঙ্গাবো তাহার মাঝা!

মান্‌লে আমায় সবে
দুঃখ যতো ঝরে যাবে
পাখির কলরবে।

এই অভাগার ‘ক্রাই’
রাজ পদে ভোট চাই,
পারলে হতে নির্বাচিত
খাইবে ‘চিকেন ফ্রাই’!!

সবার জিভে পানি
চলছে কানাকানি।

শিয়ালরা সব ঐক্যজোট,
তারাই দিলো নেকড়ে ভোট।

বন-শিয়ালের দল ভারি,
যোগ দিয়েছে নেকড়ে দলে
বাদ-বাকীরা দল ছাড়ি-
দৌড়ে পালায় গহীণ বন,
বোঝতে পারে দুষ্ট ওরা
ধূর্ত কভু হয় আপন (?!)

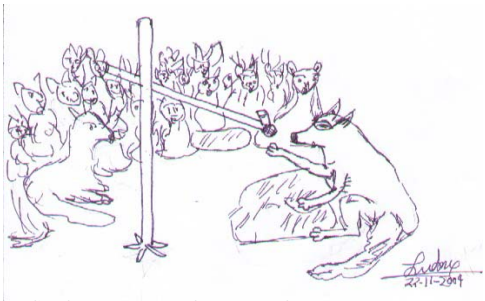

ছড়াটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিল রেখে ছবি এঁকেছে
লুবনা বাসেত বৃষ্টি

গাধার শিং

গুলিস্তানের ফুটপাথে এক
মস্ত বড়ো আঁকিয়ে
আঁকলো গাধা তারপরে তায়
শিং দু'টো দেয় বাঁকিয়ে!

প্রশ্ন করে সবে–
গাধার আবার শিংও গজায়
কে দেখেছে কবে?

শিল্পী নিথর চুপ্
দিচ্ছে ধ্যানে ডুব!

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো এক
পাগলা গাধা সার্কাসের
দৌঁড়ে এলো বাঁধন ছিঁড়ে
কিন্তু বিষয় 'নার্ভাস' এর!
'আপনা জাতের এই অপমান
আঁকলো কেরে শিং?
শিং আঁকিয়ের মারলো গুঁতো
পাগলা গাধা কিং!

এক গুঁতোতে ছিটকে পড়ে
হায়! কুপোকাত আঁকিয়ে,
কান্ড দেখে অবাক সবে
থাকলো শুধু তাকিয়ে।

গ্রামে সে নামে সেরা

গ্রামে সে নামে সেরা
চেরাগ আলী মোল্লা,
পাঠশালা যেতে গিয়ে
পথে খেলে গোল্লা।

বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে
ধরে ছোটো পুটি,
কাদায় গড়িয়ে পড়ে
হাসে কুটি কুটি।

মেরে চুপ বনে বনে
খাবে কতো কী যে,
পড়শির আম ও লিচু
পেড়ে খাবে নিজে।

হাজিরার খাতা দেখি
চেরাগ আলী নেই নেই,
'এ্যাবসেন্স' করে আলী
রোদে সাজা পাইবেই।

বসে না সে বই খুলে
মাথা করে ঝিম ঝিম,
'ফাইন্যাল এক্সাম' এ
খাতা ভরা হায়! ডিম!
চেরাগের লেখাপড়া
গেলো অবশেষে
ভবঘুরে হলো সে
আমাদেরই দেশে।

মায়ের উপদেশ

মা বলে ও রোজীনা
কোথায় ঘুরিস বুঝি না
আমার কথা শোন্
তোরা দু'টি বোন
গাছে গাছে চড়বে না
ঝগড়া-ঝাটি করবে না।

নেই যেটা মোর নিজের ঘরে
পরের কাছে যাবে না,
চলবে যখন রাস্তাঘাটে
তখন কিছু খাবে না।

মামনিরে তোরা
আমার চোখের জোড়া
শোনলে কথা খাইতে দেবো
মজার শালুক পোড়া।

দুই বোনে একসাথে
পড়বে বসে রাতে
শুইতে যাবে দশটা বাজে
বলতে না হয় যাতে।

উপদেশে
বলছি শেষে
রাগটি মনে রাখবে না
নিজের কাজও করবে নিজে
কাউকে তাতে ডাকবে না।

ঝগড়াঝাটি

খেলতে গিয়ে ঝগড়া করি
ঝগড়া লাউয়ের মাচায়,
একটু সুখের হাওয়া পেলে
গর্বে মোদের নাচায়।

বইয়ের পাতায় চোখটি রেখে
মনটি দিলে খুলে,
জানতে পারি চাঁদের বুড়ির
জট্ ধরেছে চুলে!

চর্‌কা সে আর কাটে না
আগের মতো খাটে না!
তার কি সময় আছে?
চোখপালানী খেলা শেখে
নাতি-পুতির কাছে!

এই পৃথিবী ফেলে
তার নাতিরা মঙ্গাল গ্রহে
চড়ুইভাতি খেলে!
ওরা দেখো সামনে কতো
আমরা কতো পিছে,
আর কতোকাল ঝগড়াঝাটি
লতাপাতার নিচে?

আয়রে তোরা

আয়রে তোরা কে যাবি আয়
গাঁয়ের ছেলের দল,
খেলবো সাঁতার ডাকাতিয়ায়
মিষ্টি শীতল জল....।

অই নদীতে নেই কোনো ঢেউ
নেইতো কুমির ভাই,
মাঝ নদীতে খুঁজলে পাবে
মুক্তো ঝিনুক তাই..
চল্‌না সাথী আয়রে ছুটে
খোকা খুকুর দল....।

খেলবো মোরা কুমির কুমির
খেলবো 'লুবি' রোজ,
ডুবে ডুবে পেয়ে যাবো
পাতালপুরীর খোঁজ,
সেই পুরীতে মিলবে হীরে
চলনা মিতা চল....।

নামটি নদীর শোন্‌লে যদি
ভয়টি মনে আসে,
সত্যি বলি ডাকাত সে নয়
মোদের ভালোবাসে..
বুক ভরা তার মায়ের আদর
চোখে স্নেহের জল.....।।

প্রিন্সেস্ মুনিরা

(লাল সাগর ও তেলের খনির দেশে
জন্ম নিলো একটি শিশু
রাজার পরিবেশে।)

প্রিন্সেস মুনিরা সে
ডাকে সবে মোনা,
দাসী যতো ফিলিপিনা
করে দেখাশোনা।
মোনা বেড়ে ওঠে
গোলাপ হয়ে ফোটে
আরব থেকে মনটি তাহার
দুর অজানায় ছোটে।
কাজ হলো তার দু'টি
'ক্যাপ্ছা' খাবে
নাক ডাকাবে
ঘুমে লুটোপুটি।
ডোলে ভরা টাকা
রাজা তাহার কাকা
তার ইশারায় ঘুরতে থাকে
সব বিমানের চাকা!
পাখ্না মেলে উড়ে
দুরে বহু দুরে
বছর থেকে নয়টি মাসই
বিদেশেতে ঘুরে!!

* ক্যাপ্ছাঃ আরবীদের প্রিয় খাবার। অনেকটা বাংলা বিরিয়ানীর মতোই।

নামতার ছড়া

এক এক্‌কে এক
খায় পেয়ারা কাঠবিড়ালী
দেখ্‌না চেয়ে দেখ্‌।

দুই এক্‌কে দুই
ধরতে গেলে দেয়কি ধরা?
কাঠবিড়ালী, সুই!

তিন এক্‌কে তিন
বই না পড়ে হয় না বড়ো
মনটা কোনো দিন।

চার এক্‌কে চার
হয় না বলে থাম্‌বে কেন?
দেখ্‌না আর একবার।

পাঁচ এক্‌কে পাঁচ
খাবার বেলায় খাবে শুধু
সব্‌জি, ছোটো মাছ।

ছয় এক্‌কে ছয়
মনটা যেন সুবাস মাখা
ফুলের মতো হয়।

সাত এক্‌কে সাত
দেখতে সবার ভালো লাগে
শ্রাবণ ধারাপাত
এবং জোছনা ধোঁয়া রাত।

আট এক্‌কে আট
ইসকুলেতে শিখলে ভালো
মিলবে সোনার খাট।

নয় এক্‌কে নয়
দত্যি-দানো মিথ্যে ওসব
করবে নাকো ভয়।

দশ এক্‌কে দশ
শীতের দিনে গরম পিঠা
মজার খেজুর রস।
শোনলে তো আজ অনেক কিছু
পড়তে এবার বস্‌।

ছোট্ট পাখি

ছোট্ট পাখি টুনটুনি
খুকু ডাকে 'তুনতুনি'
আয়লে তুনি কাতে আয়
আলতা মাকি আতে পায়।

খোকার ছড়া

শুনতে এলো খোকার ছড়া
কুনো ব্যাঙের ছানা,
ছড়ার তালে নাচতে থাকে
তাইরে নারে তানা।

নাচতে এলো ফড়িং
ধরতে গেলে উড়িং
উড়ে উড়ে বলছে–'খোকা
ধারটা নেহি ধরিং।'
নাচতে এলো টিক্‌টিকি
চিৎ হলো সে ঠিক্‌ ঠিক্‌ই!।

বকুল হয়ে ঝরে

ব-এর মানে বরকত হবে
র-এর মানে রফিক,
বাঙলা দাবীর মিছিল করে
জব্বার এবং শফিক।

মায়ের ভাষার তরে
বকুল হয়ে ঝরে।

পড়লো ঝরে কত্তো আরো
বাঙলা প্রেমী ছালাম
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফুলে
ওঁদের করি সালাম।

প্রশ্ন

সূর্য যদি মামা হবে
চাঁদ কি তবে মামী?
মামীতো বেশ শান্ত মেয়ে
খুব রাগী তার স্বামী।

সূর্য কি সব আলোর রাজা
চন্দ্র কি তার রাণী?
প্রশ্ন করে ছোট্ট মেয়ে
বৈশাখী আর রাণী।

বলছি, পড় বই
জানবে সকল বিষয় যদি
বইকে বানাও সই।

মায়ের ভাষা

আমার মায়ের ভাষা যারা
পাল্টে দিতে চায়,
শক্ত শেকল দিয়ে তাদের
বাঁধবো বুটের পায়!

লিখবো মায়ের ভাষায় চিঠি
হাসবে চাঁদও মিটিমিটি।
বাঙলা চিঠি বলবে কথা
সকল ঠিকানায়,
যেম্‌নি মায়ের কথা-সুরে
সব পাখিরা গায়।

ভালোলাগে

ভালোলাগে টুপটাপ বৃষ্টির ছন্দ
শ্রাবণের ফোটা ফুল
কদমের গন্ধ।

ভালোলাগে রাতজাগা ডাহুকের ডাক
মেঘে ঢাকা আষাঢ়ের
গালফোলা রাগ।

ভালোলাগে উঠোনে আউসের ধান
শুকাতে দিয়ে বোন
পড়ে পুঁথিখান।

খরা'৮৯

বৃষ্টির ঝর ঝর কই গেলো কই?
ভুলে গেছি আম জাম
মোয়া মুড়ি দই।

ভুলে গেছে ফুলঝুরি আপনার গান
দোয়েলেরা ভুলে গেছে
শিস দেয়া টান!

শিশুরা ভুলে গেছে গালফোলা রাগ
মা র কাছে চায় না সে
পিঠালীর ভাগ!

ফিডার যে শুন্য দুধ গেলো কই
কেঁদে শিশু ডাকে না
মা তুমি কই!?

দিকে দিকে জ্বলেপুড়ে সব কিছু অঙ্গার
খরা আর অনিয়মে
মনে নেই রঙ আর!!

বর্ষা

বর্ষাভেজা কদমফুলে
স্বপ্ন আমার উঠছে দুলে।
বর্ষাভেজা কাদায় লুটায়
মনটি আমার বন্দি খুটায়
বর্ষা তবু কদম ফুটায়।

বৃষ্টি আমায় স্বপ্ন দেখায়
বাধ্য করে ছড়া লেখায়।

মুষলধারে বৃষ্টি নামে
আম কাঠালের খুশবু খামে
দুর প্রবাসে কিনছি তাকে
ছন্দ মাত্রা ছড়ার দামে।

সমাপ্ত